International Labour Organization

মূল্যায়ন এবং সংস্কার প্রক্রিয়া

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পে কাঠামোগত, অগ্নি এবং বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কারখানাগুলোকে একটি গ্রহণযোগ্য মানদণ্ড অনুসরণ করতে হবে। এই মান অর্জনের জন্য কারখানাগুলোকে একটি প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে এবং নিরাপত্তা মান বজায় রাখতে হবে। এই প্রক্রিয়াটিতে চারটি প্রধান ধাপ রয়েছে:

১। প্রাথমিক মূল্যায়ন

২। বিস্তারিত মূল্যায়ন

৩। সংস্কারকাজ

৪। স্থিতিশীলতা (নিরাপত্তা মানদণ্ড অনুযায়ী কারখানার কার্যক্রম পরিচালনা করা)

সংস্কারকাজ সমন্বয় কেন্দ্রের (আরসিসি) ভূমিকা

সংস্কারকাজ সমন্বয় কেন্দ্র (আরসিসি) বাংলাদেশ সরকার, মালিক ও শ্রমিক সংগঠনসমূহ এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় গঠিত একটি অস্থায়ী প্রতিষ্ঠান। এর জনবলের মধ্যে রয়েছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয়ের অধীনে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ)-এর প্রকৌশলীবৃন্দ এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রক সংস্থার কর্মকর্তারা। আরসিসিতে নিয়োগপ্রাপ্ত সকলকে সরাসরি তত্ত্বাবধান করেন ডাইফের মহাপরিচালক।

আরসিসির ভূমিকা হলো বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় উদ্যোগের অধীনে তৈরি পোশাক কারখানাগুলোর যে প্রাথমিক মূল্যায়ন হয়েছে তার ফলোআপ করা।

সেই সাথে আরসিসি নতুন প্রতিষ্ঠিত, সম্প্রসারিত এবং স্থানান্তরিত কারখানাগুলোকে শনাক্ত করে নিশ্চিত করবে সেগুলো প্রয়োজনীয় মূল্যায়ন এবং সংস্কারকাজ সম্পাদন করেছে কিনা। বাংলাদেশ সরকারের সংস্কারকাজ কলাকৌশলের সাথে সঙ্গতি রেখে আরসিসি ক্রমান্বয়ে একটি শিল্প নিরাপত্তা ইউনিট হিসেবে আবির্ভূত হবে এবং ডাইফ ও অন্যান্য নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর সহযোগিতায় পরিচালিত হবে।

আরসিসি যে পদক্ষেপগুলো গ্রহণ অথবা তদারকি করবে তা সংক্ষেপে তুলে ধরা হল:

[--প্রাথমিক মূল্যায়ন--] [--বিস্তারিত মূল্যায়ন--] [--সংস্কারকাজ--] [--স্থিতিশীলতা--]

প্রাথমিক মূল্যায়ন → প্রাথমিক মূল্যায়নের পর্যালোচনা → *ক্যাপ এবং ডিইএ প্রণয়ন → ক্যাপ এবং ডিইএ যাচাই → সংস্কারকাজের সমাপ্তি → নিরাপত্তা মানদণ্ড মেনে কারখানার কার্যক্রম পরিচালনা করা

*কারেক্টিভ অ্যাকশন প্ল্যান (ক্যাপ) - সংশোধনমূলক কর্মপরিকল্পনা

*ডিটেইল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসেসমেন্ট (ডিইএ) - ভবনের বিস্তারিত কারিগরি মূল্যায়ন

চার-ধাপ বিশিষ্ট মূল্যায়ন এবং সংস্কারকাজ প্রক্রিয়া

মূল্যায়ন এবং সংস্কারকাজের চারটি ধাপ নিম্নে তুলে ধরা হল:

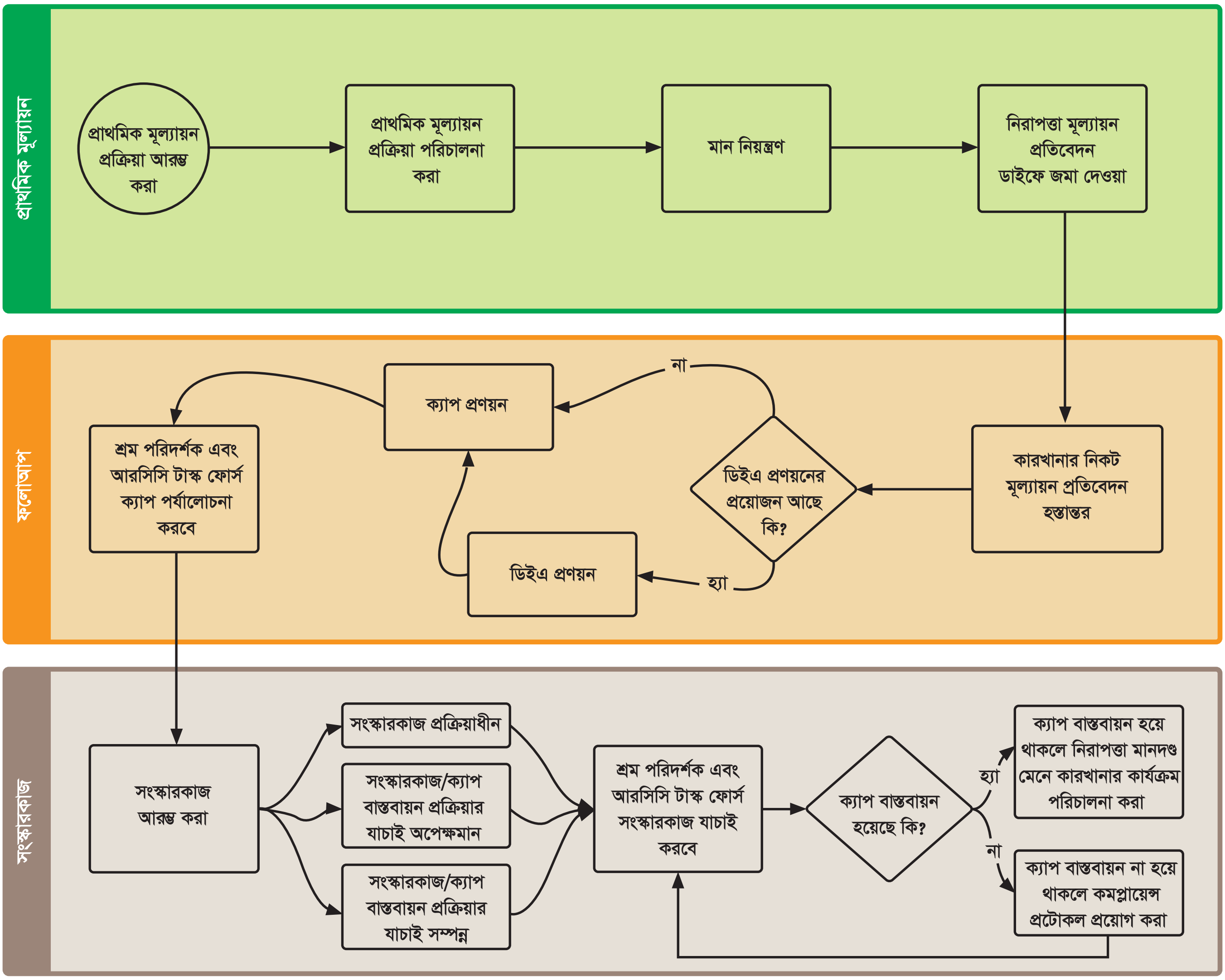

স্থিতিশীলতা

ক্যাপ বা সংশোধনমূলক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে কারখানাগুলো সংস্কারকাজ সম্পন্ন হবার অনুমোদন পেয়ে থাকে। তবে কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার প্রচেষ্টা এখানেই থেমে থাকবে না। সংস্কারকাজ সম্পন্ন করা কারখানাগুলো ডাইফের দৈনন্দিন পরিদর্শনের আওতায় আসবে এবং তাদের নিরাপত্তা মানদণ্ড বজায় রেখে কাজ করতে হবে। দীর্ঘ মেয়াদে আরসিসি একটি শিল্প নিরাপত্তা ইউনিটে (আইএসইউ) পরিণত হবে যা বাংলাদেশের সকল শিল্পখাতের কর্মনিরাপত্তার তদারকি করবে।

আরো তথ্যের জন্য: http://rcc.dife.gov.bd

Canada

Kingdom of the Netherlands

UKaid from the British people